গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ।
www.lawjusticediv.gov.bd

নৈতিকতা কমিটির কার্যবিবরণী।

তারিখ ঃ ২০/১২/২০২২ খ্রিঃ
সময় ঃ ২.০০ ঘটিকা
স্থান ঃ সভাকক্ষ, আইন ও বিচার বিভাগ।
আয়োজনে ঃ নৈতিকতা কমিটি, আইন ও বিচার বিভাগ।

আজ ২০/১২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের সভা কক্ষে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের নৈতিকতা কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সভাপতি ও মাননীয় সচিব জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট জনাব উম্মে কুলসুম সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিগত ১১ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ইস্যুকৃত পরিপত্রে উল্লিখিত নৈতিকতা কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে উল্লেখ করেন। উক্ত পরিপত্র অনুযায়ী এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির কার্যবিবরণী হচ্ছে ঃ-

(১) আইন ও বিচার বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ;
(২) বিদ্যমান অন্তরায় দূরীকরণে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
(৩) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাদের উপর ন্যস্ত থাকবে, তা নির্ধারণ; এবং
(৪) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

তিনি আরও উল্লেখ করেন ঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে আইন ও বিচার বিভাগের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা রয়েছে, যার সঙ্গে দীর্ঘ মধ্য ও স্বল্পমেয়াদি কর্মপরিকল্পনার জন্য নির্ধারিত কর্মকৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য। আইন ও বিচার বিভাগের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল নাগরিক সেবার মধ্যে বিদ্যমান অন্তরায় চিহ্নিত করে এবং তা দূর করার মাধ্যমে সেবাগ্রহিতাগণের নিকট গুনগত সেবা নিশ্চিত করা শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে অন্যতম উদ্দেশ্য। আইন ও বিচার বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাগরিক সেবাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ঃ-

(ক) দ্রুততম সময়ে ও স্বল্পতম ব্যয়ে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা;
(খ) আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের গুনগতমান বৃদ্ধি করা;
(গ) ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রমে জনভোগান্তি হ্রাস করা;
(ঘ) আইন ও বিচার বিভাগের অভ্যন্তরীন নাগরিক সেবাসমূহের মানোন্নয়ন করা;

আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক বিগত বছরসমূহে সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যার ধারাবাহিকতায় মাঠ পর্যায়ে এই বিভাগের সাথে সম্পর্কিত নাগরিকবান্ধব সেবাসমূহ আরও বেশী নাগরিকবান্ধব করার মাধ্যমে সেবাগ্রহিতাগণের নিকট দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সেবাগ্রহিতাগণের কাছে এই বিভাগ ও এ বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার মাধ্যমে প্রদত্ত সেবাসমূহের গুনগতমান নিশ্চিত করে দ্রুততম সময়ে ও স্বল্পতম ব্যয়ে কিভাবে তা সহজলভ্য করা যায়, সে বিষয়ে সবার মতামত যাচনা করেন।

এ প্রসঙ্গে যুগ্ম-সচিব (বাজেট) জনাব শেখ হুমায়ুন কবীর তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেন, মামলাজট নিরসনে কার্যকরী মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার অন্যতম পন্থা। বাংলাদেশের সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট অধঃস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন করছেন। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের নির্দেশনায় ইতোমধ্যে সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক গঠিত মনিটরিং কমিটি বর্তমানে ৮টি বিভাগের মামলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করছে। যার ফলশ্রুতিতে আশাব্যঞ্জক হারে মামলা নিষ্পত্তিতে গতিশীলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। দ্রুততম সময়ে মামলা নিষ্পত্তির মাধ্যমে জনগনকে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য এই কার্যক্রম বিচার প্রশাসনে সুশাসন ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করছে।

যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-১) জনাব শেখ গোলাম মাহবুব তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেন, ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রার/জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের সঠিক কর্মঘন্টা যথাযথভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে বিদ্যমান ৫০২টি সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে ৭০টির অধিক সাব-রেজিস্ট্রারের পদ শুন্য রয়েছে। উক্ত পদসমূহ অবিলম্বে পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। একই সাথে সাব-রেজিস্ট্রারগণ যেন কর্মস্থলে যথাসময়ে উপস্থিত থাকে কিনা সে বিষয়টি পরিবীক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যেতে পারে।

আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার উপ-পরিচালক, জনাব তোফাজ্জল হোসেন হিরু তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, আইনগত সহায়তা প্রার্থীগণের নিকট হতে নিযুক্তীয় প্যানেল আইনজীবীগণের বিরুদ্ধে অনেক সময় অভিযোগ পাওয়া যায়। গুনগত সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণ নিয়মিত উঠানবৈঠক ও গণশুনানীর আয়োজন করে। যেখানে সেবাগ্রহিতাগণ সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ তুলে ধরেন। সেইসকল মতামত ও অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাৎক্ষনিকভাবে প্রতিকার গ্রহণ করা হয়। উক্তরূপে নিয়মিত তৃণমূল পর্যায়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে আইনগত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার সুযোগ রয়েছে।

মাননীয় সভাপতি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, আমাদের প্রতিটি নাগরিকসেবা কি করে আরো বেশী স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা যায়, তার উপরেই শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার অধিকার প্রতিপালনের সুযোগ রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার শুধুমাত্র কর্মপরিকল্পনা সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন প্রতিদিনের নাগরিক সেবায় বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং সেই অনুযায়ী সমস্যা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সেই লক্ষ্যে আজকের আলোচিত বিষয়সমূহের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ অর্থাৎ নিবন্ধন অধিদপ্তর ও জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা নাগরিকদের ইপ্সিত সেবার মান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তাছাড়া, এই বিভাগের সাথে সম্পর্কিত নোটারী পাবলিক, কাজী নিয়োগ সংক্রান্ত সেবাসমূহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় গৃহিত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের প্রতিও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক হতে হবে। ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে আমরা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হব।

সভায় আলোচিত বিষয়সমূহের প্রেক্ষিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয় ঃ

(ক) জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণ সেবাগ্রহিতাগণের নিকট হতে প্রাপ্ত অভিযোগ ও পরামর্শ অনুযায়ী গৃহিত ব্যবস্থার বিষয়ে লিগ্যাল এইড কমিটির মাসিক সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

(খ) প্রত্যেক সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে সাব-রেজিস্ট্রারগণ যাতে দাপ্তরিক কর্মঘন্টা যথাযথভাবে ব্যবহার করেন, তার জন্য মহাপরিদর্শক নিবন্ধন দৃশ্যমান পরিবীক্ষন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(গ) আইন ও বিচার বিভাগের অন্তর্গত বিচার শাখা-৬ এর মাধ্যমে প্রদত্ত সত্যায়ন সংক্রান্ত নাগরিক সেবাটি তাৎক্ষনিকভাবে প্রদান করতে হবে এবং জনগন যাতে তাদের প্রদত্ত বিবাহ/তালাক/জাতীয় পরিচয়পত্রসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেসমূহ প্রদানের সাথে সাথেই সত্যায়ন করার সুবিধাটি প্রাপ্ত হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) এই বিভাগের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখা/ইউনিট/অনুবিভাগকে প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে।

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষনা করেন।

২০/১২/২০১৬

(মোঃ গোলাম সারওয়ার)
সচিব
ও
সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি
আইন ও বিচার বিভাগ।